ভোরের কাগজ

তারিখ 19 APR 1998
পৃষ্ঠা কলাম

32

৫০ জনের মধ্যে শিক্ষক আছেন মাত্র ১৭ জন

নানাবিধ সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ

মানিক মজুমদার : সরকার যায় সরকার আসে। কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজটির। ভিতরে ঢুকলে দৃষ্টিগোচর হয় তীব্র অভাবের সংসারের মতো এর দৈন্যদশা। অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মচারীর চোখেমুখে হতাশার ছাপ। বিভিন্ন পর্যায়ের ৫০ জন শিক্ষকের মধ্যে আছেন মাত্র ১৭ জন। আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের সঙ্কট তীব্র। ফলে ব্যাহত হচ্ছে এর শিক্ষা কার্যক্রম।

হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের ৮টির মধ্যে ৫টি, সহকারী অধ্যাপকের ১৫টির মধ্যে ৮টি এবং প্রভাষকের ২৩টির মধ্যে ১৭টি পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে। কলেজটিতে প্রদর্শকের পদ রয়েছে ৪টি কিন্তু অনেকদিন থেকে প্রদর্শক আছেন মাত্র ১ জন। বর্তমানে কলেজটিতে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে কোনো শিক্ষক নেই। ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল বাতেন একটানা ১৪ বছর এই কলেজে কর্মরত রয়েছেন। বারবার বদলির আবেদন করে ব্যর্থ হয়ে চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

শ্রেণীকক্ষে বেঞ্চ, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র অপ্রতুল। বিজ্ঞানাগারে নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। যাও কিছু আছে সেগুলোর সংরক্ষণ ও সেটিঙের নেই কোনো ব্যবস্থা।

শিক্ষকদের থাকার জন্য কোনো বাসভবন নেই। কলেজ ভবনের একটি কক্ষে কয়েকজন শিক্ষককে গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। অধ্যক্ষের কক্ষের সোফাসেটগুলোর অধিকাংশই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনো কমনরুম নেই। শিক্ষকদের চিত্তবিনোদনের নেই কোনো ব্যবস্থা। কলেজটির কোনো প্রশাসনিক ভবন নেই। একই কক্ষে একই টেবিলে বসে অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে কাজ করতে হচ্ছে। অধ্যক্ষের জন্য বাসভবন নির্মিত হলেও এর সীমানা প্রাচীর না থাকায় নিরাপত্তার কারণে অধ্যক্ষ সেখানে থাকেন না। কলেজের মূল ভবন এবং অধ্যক্ষের বাসভবনের ফ্লোর এতো নিচু যে, সেগুলোতে বর্ষায় জোয়ারের পানি ওঠে। '৯৩ সালে নির্মিত কলেজের মূল ভবন '৯৬ সালে নির্মিত অন্য ভবনগুলোর দরজা-জানালা বর্তমানে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বহু কক্ষের দরজা-জানালা লাগানো যায় না। লেট্রিনগুলোর কোনো কোনোটির দরজা বন্ধ করা যায় না। ভবনগুলোর লাইটিং এবং ফ্যান সিস্টেম কোথাও কোথাও অকেজো হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ নির্মিত ভবনগুলোতে ৩ বছরেও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। প্রধান সড়ক থেকে কলেজে যাওয়ার পথে একটি পোল/কালভার্ট ৪ বছরেও নির্মিত হয়নি।

'৯৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কলেজ মাঠে এক জনসভায় ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও আজো কলেজটিতে বিএসসি কোর্স চালু করা হয়নি। বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাষক/অধ্যাপকের ৩০টি পদ শূন্য থাকায় কলেজটির ডিগ্রির এফিলিয়েশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু হওয়ার পর কলেজটিতে প্রাইভেট ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়। ফলে বেশকিছু পেশাজীবী/অনিয়মিত ছাত্রছাত্রী বঞ্চিত হচ্ছে উচ্চ শিক্ষালাভ থেকে।